আবাহন

তারাপদ ভট্টাচার্য

অয়ি দশপ্রহরণধারিণী জননী, উত্তর শিখরের কনকমণ্ডিত হিমমন্দিরে তোমার বাস। তাই উত্তরের দিকে মুখ করে বসেছি তোমায় নিমন্ত্রণ করব বলে। তোমার মনে আছে গত বছরের কথা? চোখের জলে যখন দর্পণের মধ্যে তোমার ছায়া দেখে তাকে ভাণ্ডভরা জলের তলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম : ''যাও মা, তোমার আপন আলয়ে যাও—কিন্তু 'সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ'—বছর ঘুরলে তুমি আবার আসবে, এই শর্ত।''

বছর ঘুরেছে মা। আবার এসেছে আশ্বিন, রাতের বেলা তার শিশিরবর্ষণ নিয়ে। সকালে দেখি ঘাসের ডগায় তার বিন্দু, পাতায় পাতায় তার শয্যা। শিউলিগাছের বৃন্তে বৃন্তে ফুল এসে তার কোলে কোলে জমা রাতের আঁধার ফিকে করেছে। একটু সামনে গেলে মেদুর করে মন। উপরে তারাগুলো ফুটছে দ্বিগুণ আলোয়। জননী, তোমার মহাস্নানের জলের জোগান দিতে নদী নিজেকে পূর্ণ করেছে কানায় কানায়। তোমার পায়ে ঠাঁই পাবে বলে অথই জলের আধারগুলো ফুটিয়েছে মহা উল্লাসে পদ্ম। নদীর ধারে ধারে চিকচিকে বালির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ ফুলের দোলা লেগেছে। তোমার আরতির কথা বলছে ওরা। ধানের খেতে অফুরন্ত সমৃদ্ধির ইঙ্গিত। বলছে—আপন হৃদয়কে অমনি করে সম্পদ্‌বান করো—নইলে রিক্ত হৃদয় কি দেবে জননীর পায়ে?

হে জননী, বড়ো কাছে পাই তোমায় আশ্বিনের শুক্লপক্ষের স্নিগ্ধ সূর্য, নির্মল চন্দ্রমণ্ডিত হাতে গোনা কটি দিনে। যুগযুগান্ত গেছে, এখনও মুখোমুখি তোমায় দেখার মেয়াদ আর বাড়ল না। বঙ্গজননীর কাছে তুমি কন্যা। জ্ঞান হয়ে অবধি শুনছি তাঁর সংকল্প—''এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।'' কিন্তু যেই ফুরাল নবমী, এল দশমী, জননী পান্তাভাতে লেবু দিয়ে ধরলেন তোমার সামনে। সে-পাট চুকল যখন, তখন পায়ে আলতা কপালে সিঁদুর মুখে মিষ্টি দিয়ে নানান ভঙ্গিতে দুহাতের আঙুল ভেঙে ভেঙে বরণ করলেন তোমায়, তারপর মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, ''আবার এসো।'' নয়নে তখন অশ্রুধারা বইছে।

তবু বলি, হে জননী, যদিও তোমার যাত্রার সময় আর্জি জানাই—'পুনরাগমনায় চ'—তবু স্মরণপথে উদিত হল তোমার করুণা। বছর ঘুরতে হয় না। বসন্তের দক্ষিণ বাতাস যখন তরঙ্গের পর তরঙ্গ দিয়ে শীতের কুহেলি সরিয়ে দেয়, শিউলি ফোটায় দাঁড়ি টানে, তখন চৈত্রে আসে চামেলি, মল্লিকা, করবী। আমের শাখার শিরে শিরে জাগে মঞ্জরী, গন্ধে বিধুর হয় বাতাস, নিমন্ত্রণে আসে মৌমাছিরা। সেই প্রভাতে জননী তুমি আবার আস।

সদাই জননী, শাস্ত্র বলেছেন, 'নিত্যৈব সা

জগন্মূর্তিঃ'—তুমি সদাই আছ। তবু প্রয়োজনের সময় তোমার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের কথাও শাস্ত্রই প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, ''দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থম্ আবির্ভবতি সা যদা।/ উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥''—দেবতাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যখন তিনি মূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত হন, তখনই বলা হয় তিনি 'উৎপন্ন' হলেন।

জননী, আজ তোমার এই পুনঃ পুনরাবির্ভাবের কথা আমাকে পুরাতন ইতিহাসের ভাণ্ডার 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র দিকে অঙ্গুলিসংকেত করল।

তখন চারিদিকে জল, শুধু জল। তার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঊর্ধ্বে ফণা বিস্তার করে অনন্তনাগ বিরাজ করছেন। সেই কুণ্ডলীর উপরে বিষ্ণু। মহামায়া, তোমার প্রভাবে তিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন। তাঁর নাভি থেকে উঠেছে এক পদ্ম। আকাশে পাপড়ি মেলেছে। সেই পদ্মে সৃষ্টির অধিপতি ব্রহ্মা।

সহসা বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে বেরুল দুই অসুর—মধু এবং কৈটভ। তারা দেখল চারিদিকে শুধু জল, ঠাঁই নেই কোথাও। সহসা নজরে পড়ল পদ্মের কোলে ব্রহ্মা। ওরা 'হন্তুং ব্রহ্মাণম্ উদ্যতৌ'—ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হল।

হে জননী, সৃষ্টির যিনি কর্তা, তিনিও নিজেকে অশক্ত বোধ করলেন অসুরদের সামনে। যুক্তকরে স্তব শুরু করলেন 'মহামায়া'র : তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা। বিষ্ণু, আমি এবং মহেশ্বর—তোমারই মহিমায় শরীর গ্রহণ করেছি। দেবী, তুমি 'মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ'—এই মধু এবং কৈটভ দুই অসুরকে মোহগ্রস্ত করো; 'প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তাম্ অচ্যুতো লঘু' এবং এই মুহূর্তে জগতের প্রভু বিষ্ণুকে জাগ্রত করো।

হে জননী, ব্রহ্মার কাতর অনুনয়ে মহামায়া তুমি বিষ্ণুর 'নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ'—চোখ, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল থেকে বেরিয়ে এলে জাগ্রত হলেন বিষ্ণু। দুই অসুরের সঙ্গে 'পঞ্চবর্ষসহস্রাণি যুযুধে ভগবান্ হরিঃ'—পাঁচহাজার বছর যুদ্ধ করে বধ করলেন তাদের। ওদেরই মেদ কালে কালে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গড়ল এই 'মেদিনী', যা আমাদের যুগযুগান্তের বসতি এই পৃথিবী।

হে জননী, স্মরণ করছি সৃষ্টির মূলে দ্বৈততত্ত্ব। সাদা কালো; পাপ পুণ্য; সুর অসুর। নইলে মহা সুর বিষ্ণুর কানের মধ্যে মলরূপে বাস করে দুই মহা অসুর!

মধুকৈটভ নিহত হল কিন্তু অসুরশক্তির অবসান ঘটে না। আবার 'দেবাসুরম্ অভূদ্ যুদ্ধম্'—দেবাসুরসংগ্রাম শুরু হল। হারলেন দেবকুল। স্বর্গ থেকে নিরাকৃত হলেন তাঁরা। 'বিচরন্তি যথা মর্ত্যাঃ'—মানুষের মতো পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করতে লাগলেন। এবার মহিষাসুর নেমেছেন যুদ্ধে। দেবতাদের নায়ক ইন্দ্র। ত্রিভুবন জয় করে 'ইন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ'—মহিষাসুর ইন্দ্র হয়ে বসলেন। সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ—সবাইকে হুকুম করেন মহিষাসুর। বিপর্যস্ত দেবকুল ব্রহ্মাকে নায়ক করে গেলেন 'যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ'—যেখানে ছিলেন মহেশ্বর এবং বিষ্ণু। দেবতাদের অভিভব শুনে ক্রুদ্ধ হলেন তাঁরা। ক্রোধে উদ্দীপ্ত হলেন অন্য দেবতারাও। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শংকর, সকলেরই দেহ থেকে তীব্র তেজ স্ফুরিত হল এবং 'তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত'—সেই তেজ মিলিত হল। 'জ্বলন্তম্ ইব পর্বতম্'—একটা আগুনের পাহাড় যেন তৈরি হল। সর্বদেবশরীরজ সেই তেজ, হে জননী, 'একস্থং তদভূন্নারী'—একত্র হয়ে একটি নারীমূর্তিতে পরিণত হল। মা, সে তো তুমি।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলছেন, দেবতারা হর্ষে উদ্দীপ্ত হলেন তোমায় দেখে। মহোল্লাসে যাঁর যা অস্ত্র—ত্রিশূল, খড়্গ, ধনুক, বাণ, কুঠার, চক্র প্রভৃতি দিলেন তোমায়। তোমার 'ঘোরেণ নাদেন'—ঘোর গর্জনে সারা আকাশ পূর্ণ হল। 'আঃ কিম্ এতৎ'

বলে চিৎকার করে ছুটে এলেন মহিষাসুর। পিছনে এল অগণিত অসুরসৈন্য। জননী, তুমি নিঃশেষে তাদের শেষ করলে।

যুগ যায়।

আবার আবির্ভূত হল শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ড, মুণ্ডের দল। তোমার ত্রিশূল ছিন্ন করল তাদের বক্ষ, তোমার করধৃত করবালে ছিন্ন হল তাদের মুণ্ড।

জননী, বারে বারে, যুগে যুগে এইভাবে তোমার কৃপায় 'জগৎ স্বাস্থ্যম্ অতীবাপ'—জগৎ অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেছে, আকাশ হয়েছে নির্মল।

হে জননী, আজ মধু, কৈটভ নেই; মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ—কারও মূর্তি দেখি না, কিন্তু কলহ, লুণ্ঠন, হত্যা, নিগ্রহ দিকে দিকে ছিন্ন করছে বন্ধন, খণ্ড-বিখণ্ড করছে শান্তির পরিমণ্ডল।

জননী, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—'...যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।/ তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"—যখনই দানবের অত্যাচার আঘাত হানবে, তখনই আমি এসে শত্রুসংহার করব। মা, আশাভরে সেই প্রতিশ্রুতির দিকে নয়নপাত করছি। আকাশ নির্মল করো, বাতাস মধুর করো, পৃথিবী হিংসামুক্ত করো।

অসুরকুলের রক্ত, মাংস, বসা, মজ্জায় চর্চিত তোমার করধৃত করবাল আমাদের সব বিঘ্নকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করে কল্যাণে পূর্ণ করুক আমাদের জীবন। নম্রশিরে করুণকণ্ঠে দুই উত্তানহস্ত প্রসারিত করে করুণকণ্ঠে 'আবাহয়ামি দেবি ত্বাম্'—হে দেবী, তোমায় আবাহন করছি : তুমি এসো।

চিত্রপরিচিতি

মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার ইড়পালা গ্রামের দুর্গাপূজা প্রায় দুশো বছরের পুরোনো। চুঁচুড়া কোর্টের উকিল কৃষ্ণমোহন রুদ্র ব্যবসার প্রয়োজনে নদীপথে হুগলির শ্রীরামপুর থেকে ঘাটাল যাওয়ার পথে ইড়পালাতে বিশ্রামার্থে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। গ্রামের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি সেখানেই বাস করতে থাকেন। নিজের ও গ্রামবাসীর প্রয়োজনে কৃষ্ণমোহন বহু পুকুর খনন করান এবং সব পেশার মানুষকে বসবাসের সুযোগ করে দেন—যাতে প্রয়োজনীয় সব জিনিস গ্রামেই পাওয়া যায়। নিজ ব্যয়ে সকলের অন্নসংস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। সাত ছেলের বাড়ি তৈরি করিয়ে তিনি বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে নানা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুর্গাপূজার সূত্রপাত করেন।

প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এখনও একচালার দুর্গাপ্রতিমা হয়। জন্মাষ্টমীতে দেবীর 'মেড়'-এ মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। কামার, কুমোর, ব্রাহ্মণ, নাপিত ইত্যাদি সকলে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যায়—কাউকে ডাকতে বা তাগাদা দিতে হয় না। নারকেল নাড়ু, চালের নাড়ু বা আনন্দ নাড়ু, খই-মোয়া এবং নানা মিষ্টি ময়রারা তৈরি করে ঠিক সময়ে দিয়ে যায়। হাঁড়ি, সরা, প্রদীপ দেয় কুমোরেরা, মালাকার ফুল-মালা-বেলপাতা এবং শোলার জিনিস দিয়ে যায়। ঢাকি, এমনকী প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার লোকও ঠিক করা আছে, নির্দিষ্ট সময়ে তারা এসে নির্দিষ্ট বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে চতুর্দোলা তৈরি করে দেবীমূর্তি বিসর্জন দেয় নির্দিষ্ট পুকুরে।

দেবীকে চাল-ফলমূল-মিষ্টির নৈবেদ্য দেওয়া হয়, অষ্টমীতে লুচি-মিষ্টি। ১৯৭৮-এর বন্যায় চারিদিক ভেসে যায়, তখন থেকেই ছাগবলি বন্ধ। এটি গ্রামের একমাত্র পূজা। মায়ের অন্নভোগ না হলেও গ্রামের সকলকেই দুপুরে খাওয়ানো হয়। ছাগবলি বন্ধ বলে এ-কদিন সবাই নিরামিষ আহার করেন। পুজোর কদিন সব শরিক একসঙ্গে খাওয়ার প্রথা আছে।